যুগান্তর

তারিখ 2 4 APR 2015
পৃঃ ৬ কলাম ৫

নেই সরকারি স্কুল খেলার মাঠ পার্ক ও কবরস্থান

মাহবুব হাসান

সিটি কর্পোরেশনের বহু নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই জীবনযাপন করছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের অধিবাসীরা। এখানে নেই সরকারি কোনো স্কুল, খেলার মাঠ, কবরস্থান, কমিউনিটি সেন্টার এবং পার্ক। রাজধানী ঢাকার আদাবর থানার অন্তর্ভুক্ত আগের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডই বর্তমানে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের আয়তন ৪.৫০ বর্গকিলোমিটার। শেখেরটেক, হেলি লেন, চৌধুরী গলি লেন, গোল্ডেন স্ট্রিট, মোহনপুর, আদর্শ ছায়ানীড়, হোসনাবাদ স্ট্রিট, উত্তর আদাবর, আদাবর, বায়তুল আমান হাউসিং সোসাইটি, পিসিকালচার হাউসিং, মনসুরা হাউসিং, সুনিবিড় আবাসিক এলাকা ও ঢাকা হাউসিং নিয়ে গঠিত এই ওয়ার্ড। রয়েছে ঢাকার অন্যতম আবাসিক প্রকল্প জাপান গার্ডেন সিটি। মোট ২৩টি মহল্লা (হাউসিং) আছে এই এলাকায়। জনসংখ্যা চার লাখ, মোট ভোটার ৯৬ হাজার ৮২৭। এখানে কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়েছেন মোট সাতজন। তার মধ্যে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক কমিশনার আবুল হাসেম হাসু। আওয়ামী লীগ থেকে সমর্থন পেয়েছেন আরিফুর রহমান তুহিন। আর বিএনপি প্রার্থীর নামও আবুল হাসেম। বুধবার সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখানে লড়াই হবে মূলত দুই হাশেমের মধ্যে। আওয়ামী লীগের হাসেম আবার ওই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। তবে নাশকতার মামলা থাকায় গত সোমবার আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আবুল হাসেম।

ঢাকা উত্তর
ওয়ার্ড : ৩০

আবুল হাসেম হাসু

আবুল হাসেম

আরিফুর রহমান

নতুন আবাসিক এলাকা হওয়ায় এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেকটাই ভালো। আর আবাসিক এলাকা হিসেবেও গড়ে উঠেছে পরিকল্পিতভাবে। তবে, বিচ্ছিন্ন কিছু জায়গায় জলাবদ্ধতা এবং ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই সকালে গ্যাস না থাকা এলাকাবাসীর পীড়ার কারণ। মাদক এখানকার অন্যতম বড় ধরনের আতংকের নাম। বেশ কয়েকটি জায়গায় রীতিমতো মাদকস্পট গড়ে উঠেছে। আছে ছিনতাই-চাঁদাবাজির প্রকোপ। আর কখনও কখনও পানির সংকট হয়ে ওঠে প্রকট।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসেম হাসু যুগান্তরকে বলেন, তিনি এই এলাকার সর্বশেষ কমিশনার ছিলেন। নয় বছর দায়িত্ব পালনকালে রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান করেছেন।

এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি রাতে রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থাও করতে পেরেছেন পর্যাপ্ত। কিন্তু বেশ কিছুদিন নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় নতুন করে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যেমন মাদক, চাঁদাবাজি এবং ছিনতাই। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সুবিধার অনেক কিছুই এই এলাকায় নেই। সেগুলোও করার ইচ্ছা আছে। এসব অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতেই তিনি আবারও নির্বাচন করছেন বলে যুগান্তরের কাছে দাবি করেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আরিফুর রহমান তুহিন অসুস্থ থাকায় তার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

তার নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত বাদল নামের একজন এ প্রতিবেদককে জানান, আজ (বুধবার) তিনি বিশ্রামে আছেন, কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। এরপর শেখেরটেক ১০ নম্বরের মসজিদ মার্কেটে তার নির্বাচনী কার্যালয়ে গেলে নেতাকর্মীরাও একই কথা বলেন। তার বাসার ঠিকানা চাইলেও তারা জানেন না বলে জানান।

এছাড়া বিএনপি সমর্থিত আবুল হাসেম গ্রেফতার হওয়ায় তার সঙ্গেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। বুধবার আদাবর বাজারের কাছে তার বাসার নিচে নির্বাচনী কার্যালয়ে গেলে সেখানে উপস্থিত তিনজন যুগান্তরকে বলেন, এলাকাবাসীর সুখে-দুঃখে পাশে থাকার জন্যই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন আবুল হাসেম।